মধ্যযুগের ইউরোপ

:: শার্লামেনের শাসনব্যবস্থা::

768 থেকে 814 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 46 বছরের রাজত্বকালে 54 বার যুদ্ধে জয়লাভ করে শার্লামেন তার রাজ্যের আকৃতি ও প্রকৃতির রূপান্তর ঘটালেও শাসন কার্য পরিচালনার জন্য তিনি কোনও স্বতন্ত্র ও অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন নি। মেরোভিঞ্জীয় শাসকদের আমল থেকে রাজপদের সঙ্গে যে সমস্ত ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিল সামান্য সংশোধিত ও বর্ধিত আকারে সে সবই শার্লামেনের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্থান লাভ করে। তবে 800 খ্রিস্টাব্দে অভিষেক ক্রিয়ার পর ফ্রাঙ্ক সম্রাটের অধিকারের মধ্যে রোমান খ্রিস্টান ও জার্মান ভাবধারার প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়ে থাকে । তাছাড়া শার্লামেনের প্রতিভা , প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং নতুন প্রাপ্ত অভিধা সম্রাট তাকে এক নতুন মহিমা দান করে। তাছাড়া পশ্চিম ইউরোপের একচ্ছত্র শাসক ছাড়াও তিনি তার অধিনস্ত ভূখণ্ডের সকল অধিবাসীর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠার সুযোগ পান । শার্লামেনের পূর্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইউরোপের কোন শাসক এর ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ লাভ করেন নি।

শার্লামেনের শাসন ব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন সকল শক্তির উৎস এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক। মেরোভিঞ্জীয় শাসকদের মতো ক্যারোলিঞ্জীয় সম্রাট ছিলেন সৈন্যবাহিনী ও বিচার বিভাগের প্রধান ও চার্চের মুখ্য ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু এই বিভাগগুলো পরিচালনার ব্যাপারে তিনি নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ পেতেন না। সভাসদ বর্গের পরামর্শ ও চার্চের প্রভাব অগ্রাহ্য করা অনেক সময়ই সম্ভব হতো না। তাছাড়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের চিরাচরিত প্রথা লংঘন করার অধিকারও তার ছিল না। রোমান সম্রাটদের মতো নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতা ক্যারোলিঞ্জীয় সম্রাট ভোগ করতেন না। রোমান আমলে সম্রাটের ইচ্ছাই ছিল আইন। কিন্তু অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রীতি নীতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে শাসনকার্য পরিচালনা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকার ফলে সম্রাটের ব্যক্তিগত মতামত বাস্তবে পরিণত করার পথে অনেক সময়ই বাধার সৃষ্টি হতে থাকে। তাছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব শক্তিশালী পরিবার গড়ে ওঠে , সম্রাট তাদের হাতেও শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় অনেক ক্ষমতা সমর্পণ করতে বাধ্য হন। অপরদিকে রোমান আমলের মতো কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ঐতিহাসিক প্রিভাইট অরটন মনে করেন যে , শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনগ্রসর ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে দক্ষ আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠা সুদূর পরাহত ছিল।

ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকগণ যুদ্ধ ঘোষণা শান্তি স্থাপন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজ্যের সাধারণ সভা (Fields of May) -র আওহান ও তার পরামর্শ গ্রহণ করার প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন। রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে এই সভা গঠিত হতো। তবে এই সভার মতামত গ্রহণ করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না । রাজার ইচ্ছার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান-ই ছিল এই সভার প্রধান কাজ। কিন্তু শার্লামেনের আমলে এই সভার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সম্রাটও এই সভার পরামর্শ সাধারণত উপেক্ষা করে

শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি গ্রহণ করতেন না। তবে মেরোভিঞ্জীয় ও ক্যারোলিঞ্জীয় আমলে সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত কোন মন্ত্র না পরিষদের অস্তিত্ব ছিলনা এবং শার্লামেনও সেরুপ কোন সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। অবিশ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ সম্রাটের অনুচর বেষ্টিত শিবিরই ছিল তার প্রকৃত রাজ্যসভা ও মন্ত্রণা পরিষদ। ক্যারোলিঞ্জীয় রাজ্যের রাজধানী আঁখেন নগরীতে শার্লামেন জীবনের খুব সামান্য দিনই বসবাস করার সুযোগ পান। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকতেন সেখানে ব্যক্তিগত কর্মচারী, অনুচর বর্গ, রাজকীয় বিদ্যালয়ের পন্ডিত ও শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও বহুসংখ্যক যাজক ও অভিজাত সামন্ত সমবেত হতেন। বিদেশি বণিক এবং রাজদূত গণও এই অস্থায়ী রাজসভায় এসে উপস্থিত হতেন। এই সাময়িক রাজসভায় ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। তবে সাধারণ সভা বা ফিল্ডস অফ মে এবং রাজার অনুচর বর্গ শাসনকার্যে সম্রাট কে সাহায্য করলেও সাম্রাজ্যের পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতিটি বিষয় সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম দক্ষতার উপর নির্ভর করত। প্রকৃত অর্থে সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

শার্লামেনের শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের ব্যক্তিগত কর্মচারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতেন। রোমান সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করে অভিজাত সম্প্রদায় এর সন্তানদের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হতো। এইসব কর্মচারীদের মধ্যে চেম্বারলেন বা রাজপ্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ও কোষাধ্যক্ষ , সেনিস্যল বা সম্রাটের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির প্রধান তত্বাবধায়ক, বাটলার বা রাজ সংসারের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী , মারশাল বা কনস্টেবল অর্থাৎ রাজকীয় অশ্বশালার তত্বাবধায়ক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ছিলেন চ্যাপলেন বা রাজ পরিবারের প্রধান যাজক এবং তার সহকারীর বিশপগন । রাজপরিবারের ধর্মাচরণের দিকে লক্ষ রাখাই ছিল তাদের দায়িত্ব। লিপিবদ্ধকারগণও ছিলেন দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী। সরকারি দলিল পত্র রচনা ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তারা পালন করতেন এই সময়কার শিক্ষিত সম্প্রদায় হিসেবে যাজকগনই রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতেন।

ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের আমলে রাজ্যের আয়তন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোনও বন্দোবস্ত করা হয়নি। শার্লামেনের সময় তিন শতাধিক কাউন্টি নিয়ে গড়ে উঠেছিল ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য। সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত কাউন্টরাই কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রদেশগুলো শাসন করতেন। কাউন্ট দের কার্যকাল সম্পূর্ণভাবেই সম্রাটের উপর নির্ভর করত এবং তাদের কাজকর্মের জন্য তারা সম্রাটের কাছে দায়ী থাকতেন। কাউন্টরা রাজস্ব, বিচার , সামরিক এবং শাসন সংক্রান্ত অপরাপর দায়িত্ব পালন করতেন। তবে ডায়োসিস এর পরামর্শ অনুযায়ী কাউন্টগন তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য ছিল । কিন্তু বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত যাজক শ্রেণীর ভূস্বামী কোন প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের এই নীতির ফলেই চার্চের সম্পত্তি সাধারণ শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি পেতে থাকে।

কাউন্ট দের কার্যকলাপ তত্বাবধান করার জন্য শার্লামেন 'Missi Dominici' অর্থাৎ রাজকীয় সংবাদ সংগ্রাহক নামে একদল নতুন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যঃ বহুসংখ্যক জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং কয়েকটি কাউন্টি নিয়ে একটি জেলা গঠিত হতো এবং সাধারণত একজন রাজকর্মচারী ও একজন বিশপ বা অ্যাবট নিয়ে একটি Missi গঠিত হতো এবং Missi প্রতি বছর অন্তর একবার জেলার সর্বত্র পরিদর্শন করত।

Missi –র প্রধান কাজ ছিল সম্রাট ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। ৪02 খ্রিস্টাব্দে শার্লামেন – 'General Capitulary about the Missi' ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণায় সরকারি কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সাধারণ মানুষের উপর অবিচার, অত্যাচার প্রভৃতি সম্পর্কে সম্রাটের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করার কথা বলা হয়। Missi দের নিজেদের বিচারালয় ছিল এবং তারা অধঃস্তন কর্মচারীদের সাহায্যে কাউন্টির শাসনকার্য সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করত। প্রয়োজনবোধে কাউন্টির কর্মচারীদের তারা পদচ্যুতও করতে পারত। শার্লামেন মিসি ডোমিনিসি দের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দান করা ছাড়াও তাদের নানারূপ বিশেষ সুযোগ দান করেন এবং মিসিদের কার্যে সশস্ত্র বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হতো। কেন্দ্রীয় সরকারের কাউন্টির উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করার জন্য শার্লামেন মিসিদের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু মিসিগন কাউন্টির শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি মিসিদের নিয়মিত বদলি করার নীতি গ্রহণ করেন।

চার্লসের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্টিগণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিযুক্ত থাকেন। সামরিক , অর্থনৈতিক এবং বিচার বিভাগের উপর তাদের ব্যাপক অধিকার দান করা হতো। ইতালি , ব্যাভেরিয়া , স্যাক্সনি প্রভৃতি স্থানে কাউন্টি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। অপরদিকে আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষাকারী ডিউকদের পদ বাতিল করা হয়। রাজপ্রাসাদের মেয়র (Mayor of the Palace) এর পদও তুলে দেয়া হয়। এই পদাধিকারের সুযোগ নিয়েই ক্যারোলিঞ্জীয়গন মেরোভিঞ্জীয়ানদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সম্ভবত এজন্যই শক্তিশালী এই পদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত চার্লস গ্রহণ করেন। কাউন্টির শাসনকর্তা কাউন্টদের সাহায্য করার জন্য Vice-Count দের নিয়োগ করা ছাড়াও হান্ড্রেড-মেন অথবা Vicars দের নিযুক্ত করা হতো। মেরোভিঞ্জীয়ান আমল অপেক্ষা ক্যারোলিঞ্জীয় দের আমলে অনেক বেশি সুনির্দিষ্টভাবে Vicars দের অধীনস্থ অঞ্চলের স্থির করা হয় । সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কাউন্টদের নিয়োগের ব্যাপারে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের সীমান্তবর্তী নতুন নতুন অঞ্চলে একশ্রেণীর সামরিক কাউন্ট বা গভর্নর নিযুক্ত করা হয় । জার্মান ভাষায় এরা Markgraf, ইংরেজিতে Margrave এবং ফরাসি ভাষায় Marquis নামে পরিচিত ছিল। অন্যান্য কাউন্টদের তুলনায় এরা অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতো এবং সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কে দৃঢ় করাই ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য।

সম্রাটের ব্যক্তিগত জমিদারি বা খাসমহলের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যও শার্লামেন সুব্যবস্থা করেন। তার শাসনের প্রথম বছরেই তিনি Capitular de Villas নামক নির্দেশনামা জারি করে প্রত্যেক খাস মহলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কে সাধারণ শাসন ছাড়াও, রাস্তাঘাট নির্মাণ , কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন , স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে আদেশ দেন। খাস মহলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সাহায্যকারী হিসাবে বহুসংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত হত। বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায় , শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা , ভূমি দাসদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া , ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা , উন্নত মানের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় উৎপাদন করা প্রভৃতি সকল বিষয়েই এইসব কর্মচারীদের দৃষ্টি দিতে হতো। পরবর্তীকালে Capitular de Villas এর নির্দেশিত শাসন ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শাসনকার্যের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়।

শার্লামেনের আমলে রোমান সম্রাটদের আমলের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। একমাত্র কোন কোন অঞ্চলে বেসরকারিভাবে কিছু কিছু রাজস্ব আদায় করা হতো। সাধারণত নগদ অর্থ রাজস্ব হিসাবে দেওয়ার পরিবর্তে প্রজাগণ শাসন ব্যবস্থার অনেক দায়িত্ব পালন করত। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় এবং সরকারি কর্মচারীদের পরিদর্শন ও পরিভ্রমণের সমস্ত ব্যয় তাদের বহন করতে হতো।
জনহিতকর কাজের জন্য প্রজাদের বাধ্যতামূলক শ্রম দান করতে হতো । তবে এই সব দায়িত্ব অপেক্ষা বিচারকার্য ও সামরিক বিভাগ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে কোন স্বাধীন নাগরিক কে বিচারকার্যে সাহায্য করার জন্য সমন জারি করা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিচারালয় উপস্থিত হতে হতো। এই ব্যয়বহুল বিচার ও সামরিক বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করা অনেক স্বাধীন নাগরিক এর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল বলে অনেকে স্বেচ্ছায় এই অধিকার ত্যাগ করতে শুরু করে। এর ফলে অবস্থাপন্ন কিছুসংখ্যক ভূমিদাস আবার স্বাধীন নাগরিক শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায়। পরে চার্লস আইনের দ্বারা এই ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দান করেন তবে তিনি স্বাধীন নাগরিক দের বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব অনেকাংশে লাঘব করেন। তিনি স্থানীয় স্বাধীন নাগরিকদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ 7 জন ব্যক্তিকে সারাজীবনের জন্য বিচারক পদে নিযুক্ত করেন । এইসব বিচারকদের স্ক্যাবিনি বলা হত ।

সামরিক দায়িত্বের ক্ষেত্রেও তিনি পরিবর্তন সাধন করেন। সাম্রাজ্যে সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তিনি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রত্যেক নাগরিককে এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ দান করেন । কিন্তু অধিকাংশ স্বাধীন ব্যক্তিই বিচার বিভাগের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে শুরু করলে ইউরোপের সমাজ মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় - ১. সামরিক বিদ্যায়তন অভিজাত শ্রেণী এবং ২. কৃষক সম্প্রদায়। নতুন এই শ্রেণীবিন্যাস মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শার্লামেনের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে জার্মান উপজাতিদের কোন লিখিত আইন ছিল না , শার্লামেনের চেষ্টার ফলেই লিপিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করা হয়। 744 থেকে 748 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্যাভেরিয়ার আইনের লিখিত রূপ দেওয়া হয়। চার্লস ফ্রিজিয়ান , স্যাকশন , এঙ্গেলস , ভেরিনি এবং রিপুরিয়ান ফ্রাঙ্কদের চামাভি নামক একটি গোষ্ঠীর জন্য আইন লিপিবদ্ধ করেন । জার্মান আইনের পুরাতন রীতির কোনো পরিবর্তন চার্লস করেননি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব আইন রক্ষা করার সুযোগ পেত । কিন্তু নতুন সাম্রাজ্যের উত্থান এবং নতুন শাসনব্যবস্থা সংগঠনের ফলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে এই সব পুরাতন আইনের পক্ষে তার সমাধান করা সম্ভব ছিল না । সুতরাং সম্রাট হিসেবে তার বিশ্বস্ত সামন্ত দের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু সংখ্যক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন । কিন্তু এই নতুন আইন প্রণয়ন এর ব্যাপারে জার্মানির পুরাতন গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাগুলোর কোন স্থান ছিল না । তবে শার্লামেনের দ্বারা প্রণীত বহুসংখ্যক আইন একদিকে জার্মান গোষ্ঠীগুলোর এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করার সুযোগ পায়।

শার্লামেনের দ্বারা বিধিবদ্ধ আইন গুলোর মধ্যে নানা রূপ বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় । রাষ্ট্রীয় , ধর্মীয় , এমনকি সম্রাটের ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এই নির্দেশনা গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো Capitulare de Villas অর্থাৎ সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটি পরিসংখ্যান তৈরীর জন্য নির্দেশ নামা Capituola legibus addenda বা জাতীয় আইনের সংকলনের জন্য অনুশাসন এবং শিক্ষা , সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অনুশাসন । সমগ্র রাজ্যের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র উদ্যম , সমস্যা ও সমাধানের প্রচেষ্টার সাক্ষ্য হিসেবে এই নির্দেশনামা গুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

সম্রাট শার্লামেন এর সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যে তা ছিল মূলত জার্মান । কাউন্ট এবং তাদের অধঃস্তন কর্মচারীকে দ্বারা আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতির প্রধান ও পরাক্রান্ত সামন্তদের বার্ষিক সম্মেলন প্রথা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর আইন , রীতিনীতি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় গ্রহণ করা ফ্রাঙ্ক জাতির বৈশিষ্ট্য গুলোই তাদের অবিকৃত রূপ নিয়েই শার্লামেন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় স্থান লাভ করে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের নৈব্যক্তিক সুসংহত এবং কেন্দ্রভিগ বৈশিষ্ট্যগুলো এই শাসন ব্যবস্থায় একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো ছিল রাষ্ট্রের বিমুর্ত রূপ , ব্যক্তি নিরপেক্ষতা, সার্বজনীন আইনের শাসন এবং একান্ত ভাবে কেন্দ্র নির্ভর। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রজাদের আনুগত্য ছিল রাষ্ট্রের প্রতি কোনো বিশেষ রাষ্ট্রপ্রধান বা কোন সম্রাটের প্রতি নয় । কিন্তু শার্লামেন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, রাজশক্তির উৎস ছিল একান্তই ব্যক্তিগত এবং শাসনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করত শাসকদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য এর উপর। শাসনকার্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সামাজিক উৎসব এ সর্বত্রই শাসকের উপস্থিতিই ছিল প্রজাপুঞ্জের কাছে একান্ত কাম্য । সেজন্যই রাজা থেকে সম্রাটের পদে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে শার্লামেন সশস্ত্র অনুচর পরিবৃত টিউটনিক নেতার ভূমিকা পালন করেন। আর এই সশস্ত্র অনুচরদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পূর্বের মতোই সব নেতার নির্দেশে পরিবর্তিত হতে পারত। সুতরাং Previte Orton এর মতে শার্লামেন প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা নামে রোমান হলেও বাস্তবে তা হয়নি। ক্ষুদ্র ক্যারোলিঞ্জীয় রাজ্য থেকে বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য শাসনকার্যের যতোটুকু পরিবর্তন করা প্রয়োজন ততটুকুই পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

শার্লামেনের রাজত্বকালে রোমান আমলের সুদীর্ঘ কেন্দ্রীয় এবং শাসন বিভাগের সুবিন্যাস্ত কার্যক্রমের স্থানীয় এবং সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। এমনকি সমসাময়িক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে শার্লামেনের সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য তখনো প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ শক্তিশালী আমলাতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত রাজস্ব ব্যবস্থা স্থায়ী জল ও নৌবাহিনীর অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু শার্লামেনের সাম্রাজ্যঃ সুসংবদ্ধ রাজস্ব বিভাগ গঠন এর পরিবর্তে শক্তিশালী অভিজাত দের ব্যক্তিগত ও আনুগত্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি নির্ধারিত কর্তব্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। আবার রাষ্ট্রের শক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত শাসকের কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের উপর। প্রকৃতপক্ষে শার্লামেন আনুগত্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিনির্ভর যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তাঁর মধ্যে সামন্ত প্রথার বীজ নিহিত ছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা কোনরূপ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অঞ্চল ভিত্তিতে অভিজাত শ্রেণী তাদের অধঃস্তন ব্যাক্তিদের নিকট আনুগত্য দাবী করলে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রাতিগ হওয়ার পরিবর্তে কেন্দ্রাভিগ হওয়ার আশঙ্কায় অনিবার্য হয়ে পড়তো। শার্লামেনের মৃত্যুর পরে ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায় আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ গ্রহণ করে এবং প্রায় পাঁচশো বছর ইউরোপের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শার্লামেন ছিলেন রোমান ঐতিহ্যের অনুগামী। রোমান সম্রাটদের মতোই ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে তিনি বিধিদত্ব ক্ষমতা বলে মনে করতেন। চার্চের প্রতি শাসকদের দায়িত্ব সম্পর্কে শার্লামেন খুব সচেতনতার পরিচয় দেন । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চার্চের সাংগঠনিক সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেন। প্রাচীন চার্চগুলোর কর্তৃত্বের সীমানা পুনর্নির্ধারণ ম্যানজ ও কলোন নতুন দুটি আর্চবিশপরিক , ব্যাভেরিয়ার সজলবার্গে একটি বিশপরিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছাড়াও নিজ নিজ এলাকায় বিশপদের কর্তৃত্বে সংরক্ষণ এবং সাধারণ যাজকদের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর উপর ভিত্তি করেই শার্লামেন ধর্মসংক্রান্ত অনুশাসনগুলো প্রচার করেন । সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যাজক গণ প্রতিবছর নিয়মিতভাবে ধর্ম সংগীতিতে মিলিত হতেন এবং সেখানে যাজকদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি, সংহতি , মর্যাদা , শৃঙ্খলা রক্ষার উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। রোমান চার্চের অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে যাতে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকেও শার্লামেন সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। এইভাবে দেখা যায় যে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে শার্লামেন রোমান পদ্ধতি অনুসরণ না করলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি রোমের নীতিকেই সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় কার্যকরী করার চেষ্টা করেন।